কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান, ৩ নারীর কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিন নারীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিফাতুর নাহার ও ঈশিতা আকতার অভিযান চালিয়ে এ আদেশ দেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- শহরের হাউজিং বি ব্লক এলাকার মজিবর রহমানের মেয়ে শাপলা খাতুন (২৭), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার শেখ পাড়ার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী ময়না খাতুন (৪০) ও সদর উপজেলার চৌড়হাস এলাকার মৃত হারুন মণ্ডলের মেয়ে যুথি খাতুন (৩০)।

আদালত সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে দালালরা অসহায় সাধারণ রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে আসছেন। এ অভিযোগে তিনজন নারীকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে একজনকে এক মাস ও অপর দুজন ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক শিফাতুর নাহার জানান, শাপলাকে এক মাস, ময়না ও যুথিকে ২১ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ, যুবক কারাগারে

কুষ্টিয়া শহরে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ফরিদপুরগামী মধুমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। পাথর নিক্ষেপের ঘটনায় সুমন আলী (২৪) নামের এক যুবককে আটক করেছে রেলওয়ে থানা

পুলিশ।

শুক্রবার বেলা ১১টার সময় কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন এলাকায় চলন্ত ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ট্রেনের জানালার কাঁচ ভেঙে এক যাত্রী আহত হন। আটক সুমন আলীর বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার বাসিন্দা।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজের আলী বলেন, সকালে কুষ্টিয়া কোর্ট স্টেশন এলাকায় মধুমতি ট্রেনে পাথর নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ট্রেনের এক যাত্রী আহত হন।

পরে পুলিশ পাথর নিক্ষেপের দায়ে সুমন নামের একজনকে আটক করে। তার বিরুদ্ধে রেলওয়ে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, সুমন একজন ভবঘুরে। আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্যে কীটনাশক ও সার বিক্রি করায় এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘোড়ামারা বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল জব্বার।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন। এছাড়াও ভেজাল ও নকল কীটনাশক বিক্রি করার অভিযোগে ঘোড়ামারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

ভোড়ামারা বাজারে সুমি ট্রেডার্সের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।তদারকিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ভ্যানচালকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক সড়কের খোকসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভ্যানচালক হেলাল উদ্দিন (৫৫) খোকসা উপজেলার শিমুলিয়া ইউনিয়নের শিমুলিয়া কুঠিপাড়া গ্রামের মৃত মোঃ রবিউল ইসলামের ছেলে।

হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ১১ টার সময় কুষ্টিয়া রাজবাড়ী মহাসড়কের শিমুলিয়া ইউনিয়নের মালিগ্রাম কুষ্টিয়া থেকে ছেড়ে আসা রাজবাড়ী গামী পিকআপ ভ্যান রেজিস্ট্রেশন নং-(ঢাকা মেট্রো-ন-২০-৫৪২৫) ভ্যানচালক হেলাল উদ্দিনের ভ্যানের পিছনে সজোরে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে ভ্যানচালকের ডান হাত ভেঙে যায়।

স্থানীয় এলাকাবাসী আহত ভ্যানচালক হেলাল উদ্দিনকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে আনেন। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত ডাক্তার রোমা মুখার্জি আহত ভ্যানচালক হেলালউদ্দিনের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

বিকেল পৌনে পাঁচটার সময় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সৈয়দ মোঃ আশিকুর রহমান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, আহত ভ্যানচালককে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় ব্যবসায়ীর জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার আইলচারার বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আইলচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। আইলচারা বাজারে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজে গিয়ে দেখা যায় ইউরিয়া সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ২৬ টাকা, এমওপি সার প্রতি কেজি ১৫ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা, ডিএপি সার প্রতি কেজি ১৬ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা, টিএসপি সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করছেন।

সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজের মালিক মোঃ সাইদুল ইসলামকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি অফিসার সৌতম কুমার শীল, কুষ্টিয়া জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় হত্যার দায়ে তিনজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বৃষ্টি খাতুন (২০) নামে এক নারীকে হত্যার দায়ে তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। রায়ে সেই সঙ্গে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেয়া হয়।

বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ অতিরিক্ত আদালত-১এর বিচারক তাজুল ইসলাম জনাকীর্ন আদালতে আসামীর উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষনা করেন।

সাজাপ্রাপ্তরা হলো- মিরপুর উপজেলার খয়েরপুর গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে শাহাবুদ্দিন আহম্মেদ ওরফে মঞ্জু (৩৫), একই গ্রামের আবু মন্ডল ওরফে বগা মন্ডলের ছেলে হেলাল উদ্দিন (২৬) এবং মৃত হাসেম আলীর ছেলে আশরাফুল আলম (৩৩)। এই মামলায় রায়ে ৯জনকে বেকসুর খালাস দেয় আদালত।

রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাডভোকেট অনুপ কুমার নন্দী বাসসকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১২ সালের ১জুলাই সকালে বৃষ্টি খাতুন তার নিজ বাড়ি থেকে খালার বাড়িতে যাওয়ার সময় নিখোঁজ হন। আসামীরা বৃষ্টি খাতুনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে মিরপুর-দৌলতপুর সড়কে চিথরিয়া গ্রামস্থ পাকা রাস্তার উত্তর পার্শ্বে ফেলে রেখে চলে যায়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহত বৃষ্টি খাতুনের লাশ উদ্ধার করে। এ বিষয়ে মিরপুর থানায় নিহতের পিতা আমিন বিশ্বাস বাদী হয়ে ওইদিন বিকেলে তিনজনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মিরপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক আকতারুজ্জামান ১২জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আজ আদালত এ রায় ঘোষণা করে।

কুষ্টিয়ায় পাসপোর্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৩ দালালের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। দালালদের দৌরাত্ম্য এবং ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগে পরিচালিত এ অভিযানে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার দুপুরে দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সরকারি পরিচালক নীল কোমল পালের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন, সদর উপজেলার চৌড়হাস আদর্শপাড়া সলক আলীর ছেলে রিপন (২৭), চৌড়হাস এলাকা ছরোয়ার হোসেনের ছেলে মহিবুল (৪০) এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার আবুল কাসেমের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৪০)। এর মধ্যে মহিবুল এবং দেলোয়ারকে তিন মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং রিপনকে এক মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

দুদক ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, পাসপোর্ট অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষ দালালের মাধ্যমে হয়রানির শিকার এবং কিছু অসৎ কর্মচারী ঘুষের বিনিময়ে কাজ করছেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। পরে তারা পাসপোর্ট অফিসের ভেতর থেকে তিনজনকে আটক করে।

অভিযানের সময় পাসপোর্ট অফিস থেকে এক লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র তল্লাশি

এবং সেগুলো পর্যালোচনা করে দুদক।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দুদকের পক্ষ থেকে সেখানে অভিযান চালিয়ে তিন দালালকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের কুষ্টিয়ার সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, অভিযানে হাতে নাতে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে।

এ ছাড়া এখান থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা উদ্ধার এবং কিছু কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হবে। পরে সেখান থেকে পাওয়া নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপপরিচালক জাহিদুল ইসলাম, সেখানকার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যসহ দালালদের বিরুদ্ধে অভিয়োগ উঠে আসে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করলে নজরে আসে দুদকের।

কুষ্টিয়ায় বিভিন্ন ব্রান্ডের বীজের নকল প্যাকেট পাওয়ায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ায় অসাধু ব্যবসায়িরা নামীদামি বীজ কোম্পানির নাম ব্যবহার করে বাজারে নিম্নমানের বীজ বিক্রি করছে। ওই সব বীজ কিনে কৃষকরা প্রতারিত হলেও অনুমোদনহীন বীজ কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মাঠে দেখা মিলছে না কৃষি বিভাগের।

সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুরে অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন ব্রান্ডের বীজের নকল প্যাকেট পাওয়ায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অভিযান পরিচালনা করেন

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, মিরপুর উপজেলার মহিলা কলেজ রোডে গিয়ে দেখা যায় মেসার্স মুন্সি বীজ ভান্ডারের গোডাউনে বস্তাভর্তি বীজের পাশাপাশি মেয়াদ উত্তীর্ণ বীজ হতে বিভিন্ন নামে বীজ প্যাকেটজাত করা হয়।

তিনি জানান, মেসার্স মুন্সি ট্রেডার্স তার নিজ নামে প্যাকেটজাত করার পাশাপাশি যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও ঢাকার ঠিকানা ব্যবহার করে হাবীব সীড, দেওয়ান সীড, রাফি সীড, মুক্তা বীজ ভান্ডার, মা বীজ ভান্ডার, বিসমিল্লাহ বীজ ভান্ডার, মোশারফ বীজ ভান্ডারসহ বিভিন্ন ব্রান্ডের বীজের প্যাকেট নকল করে বীজ প্যাকেটজাত করা হচ্ছে।

পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ লংঘনের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ৫০হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

সুচন্দন মন্ডল আরও বলেন, ‘ভেজাল ও অনুমোদনহীন বীজ বিক্রি আইনগত অপরাধ। ভোক্তা-অধিকার নিশ্চিত করতে অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান তিনি। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন কুষ্টিয়া জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীন, মিরপুর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোছাঃ সেলিনা আখতার ও আইনশঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদ্যসরা।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিভিন্ন নামকরা কোম্পানির মোড়কে নিম্নমানের ধান বীজ প্যাকেটজাত করে স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ফলে কৃষক না জেনে এসব নকল বীজ কিনে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এতে ফসল ফলনে ধ্বস নামবে এবং কাঙ্খিত খাদ্য উৎপাদন হবে না। ফলে খাদ্য সংকট থেকেই যাবে।

এদিকে মানসম্মত বীজ না পেয়ে কৃষক দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। সরকারের কৃষি বিভাগ বিষয়টি জেনেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তেমন একটা উদ্যোগী হচ্ছে না বলে জোর অভিযোগ উঠেছে।

কুষ্টিয়ায় ডাকাতি প্রস্তুতকালে অস্ত্রসহ ৫ ডাকাত আটক

কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কের মন্ডল ফিলিং স্টেশন এলাকা থেকে দেশীয় অস্ত্রসহ ৫ জন ডাকাত আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

গত রোববার দিবাগত রাত ১২টার দিকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ওই পাঁচজনকে আটক করেন পুলিশ। এই সময় তাদের কাছে থেকে ৪টি বড় হাসুয়া ও ১টি চাইনিজ জব্দ করা হয়।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি নাসির উদ্দিন।

আটককৃতরা হলেন, কুষ্টিয়া পৌরসভার থানাপাড়ার বাদ এলাকার কুষ্টিয়া পৌরসভার থানা পাড়ার বাধ এলাকার মৃত আব্দুল আজিজ খানের ছেলে শুভ খান (৩৫), টাইগার হোসেনের ছেলে যুবরাজ হোসেন (২৫), কুরবান আলীর ছেলে রাহুল আমিন (২১) ও কোটপড়ার শুকনগর বস্তি এলাকার মৃত বাবু শেখের ছেলে বিপ্লব শেখ (২৪) এবং কুষ্টিয়া দৌলতপুর উপজেলার মুসলিমনগর এলাকার মৃত আফাজ বিশ্বাসের ছেলে আসলাম বিশ্বাস (৩২)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আটক ব্যক্তিরা আন্তঃজেলা ঢাকা জেলার সদস্য। তারা নিয়মিত বিভিন্ন এলাকায় ডাকাতি করে আসছে।

কুষ্টিয়া জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি নাসির উদ্দিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন ১৫-১৬ জনের একটি ডাকাত দল কুষ্টিয়া রাজবাড়ী আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থিত মন্ডল ফিলিং স্টেশন এলাকায় ডাকাতি করা উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা ডাকাতি প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এমন সংবাদ জানার পর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি অভিধানিক দল সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই পাঁচজন ডাকাতকে আটক করে। এই সময় তাদের কাছ থেকে চারটি বড় হাসুয়া ও একটি চাইনিজ কুড়াল জব্দ করা হয়। সোমবার সকালে তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় মাদক ব্যবসায়ীকে ১০ বছরের কারাদন্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ১০০ বোতল ফেন্সিডিল বিক্রয়ের অভিযোগে জিয়া
(৩৫) নামে একজনকে ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ অতিরিক্ত আদালত-১ এর বিচারক তাজুল ইসলাম জনাকীর্ন আদালতে আসামীর উপস্থিতিতে এই রায় ঘেষনা করেন।

দন্ডপ্রাপ্ত হলো- ভেড়ামারা উপজেলার ভবানীপুর বিলসুকা গ্রামের বাসিন্দা মৃত শামছুদ্দিনের ছেলে জিয়া। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলি (পিপি) এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ১৩ নভেম্বর দুপুরে ভেড়ামারা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেড়ামারা টু কুষ্টিয়া মহাসড়ক সংলগ্ন বারমাইলস্থ জনৈক সালাউদ্দিন মিন্টু এর সোনার বাংলা হোটেলের সামনে জিয়া মাদকদ্রব্য বিক্রয় করার সময়ে তাকে ১০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক করে ভেড়ামারা থানা পুলিশ। পরে ভেড়ামারা থানায় পুলিশ বাদী হয়ে আটকৃত জিয়ার বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি তদন্ত শেষে ২০১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা ভেড়ামারা থানার পুলিশ পরিদর্শক মোঃ মমিনুল ইসলাম ১জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে চার্জশীট দাখিল করেন আদালতে।